গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির মাসিক পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ঃ	জনাব মীর নূরুল আলম, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
সভার তারিখ ও সময়	ঃ	১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখ বেলা ১০.৩০ ঘটিকা
স্থান	ঃ	ডিএই সভাকক্ষ, খামারবাড়ি, ঢাকা।
উপস্থিতি	ঃ	পরিশিষ্ট-ক-তে সংযুক্ত।

সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি সভা পরিচালনা করার জন্য পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং-কে অনুরোধ জানালে পরিচালক আলোচ্য সূচি মোতাবেক আলোচনা করার জন্য উপপরিচালক, প্রকল্প মূল্যায়ন ও মনিটরিং-কে আহ্বান জানান। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
১.	বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ উপপরিচালক, প্রকল্প মূল্যায়ন ও মনিটরিং গত ১৪ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণের লক্ষ্যে সভায় উপস্থাপন করেন। কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণী বিষয়ে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	-
২.	এডিপিভুক্ত প্রকল্প/এডিপি বহির্ভুত প্রকল্প/ রাজস্ব বাজেট ভূক্ত কর্মসূচিসমূহের জানুয়ারি/২০১৯ পর্যন্ত সময়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা।	আলোচনা ঃ ১। প্রকল্পে বরাদ্দ ও ব্যয়ের অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) ঃ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় ১৭টি প্রকল্পে মোট এডিপি বরাদ্দের পরিমাণ ৬৬৭০৯.০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে জিওবি ৪২৫৩৬.০০.০০ (৬৩.৭৬%) ও প্রকল্প সাহায্য ২৪১৭৩.০০ (৩৬.২৪%) লক্ষ টাকা। জানুয়ারি/২০১৯ মাস পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ২৭০৮০.৫৬ লক্ষ টাকা (মোট বরাদ্দের ৪০.৬০%)। জিওবি ও প্রকল্প সাহায্য ব্যয় হয়েছে যথাক্রমে ১৭৭০৫.৯৭ (৪১.৬৩%) ও ৯৩৭৪.৫৯ লক্ষ (৩৮.৭৮%) টাকা। মোট বরাদ্দের উপর অর্জিত অগ্রগতি বিগত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪.১১% বেশী। ২। ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি ঃ চলতি অর্থ বছরে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ১৭টি প্রকল্পের মধ্যে ১৬টি প্রকল্পে মোট ১৬১টি দরপত্রের কার্যক্রম রয়েছে। জানুয়ারি/২০১৯ মাস পর্যন্ত ১৫৮টি দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং ১৪৭টি দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।	-
	ক) এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্প		
	১। ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল	আলোচনা ঃ অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৮.০৩% এবং ভৌত অগ্রগতি ৫৫%। প্রকল্পের প্রতিনিধি	পরিচালক,

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
	টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)	জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৫০.৪৪% এবং ভৌত অগ্রগতি ৫৭%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৩টি দরপত্রের মধ্যে সভার দিন পর্যন্ত ১৩টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং ১২টি দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১টি দরপত্রের মূল্যায়ন চলমান আছে, শিঘ্রই কার্যাদেশ প্রদান করা হবে। সভায় মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গুণগত মান অক্ষুন্ন রেখে মে/২০১৯ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে ও হর্টিকালচার সেন্টারসমূহের মাটি ভরাট কাজ আগামী বর্ষা মৌসুম শুরু হওয়ার পূর্বেই সম্পন্ন করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সিদ্ধান্ত ঃ ক) বার্ষিক (২০১৮-১৯) কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। খ) সরবরাহকৃত মালামালের গুণগতমান নিশ্চিত করতে হবে। গ) শিঘ্রই আহবানকৃত দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। ঘ) প্রকল্প কার্যক্রমের বাস্তবায়ন বিষয়ে মনিটরিং জোরদার করতে হবে। ঙ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গুণগত মান অক্ষুন্ন রেখে মে/২০১৯ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। চ) হর্টিকালচার সেন্টারসমূহের মাটি ভরাট কাজ আগামী বর্ষা মৌসুম শুরু হওয়ার আগেই সম্পন্ন করতে হবে।	সরেজমিন উইং ও পরিচালক (এনএটিপি-২)
	২. বাংলাদেশে ফাইটোসেনেটারীসামর্থ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	আলোচনা ঃ আর্থিক অগ্রগতি ১৬.৪২ এবং ভৌত অগ্রগতি ৩৫%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৩৮.১৯% এবং ভৌত অগ্রগতি ৪৫%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১২টি দরপত্রের মধ্যে সভার দিন পর্যন্ত ১২টি দরপত্রই আহবান ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। তিনি আরও জানান পরিকল্পনা মোতাবেক কার্যক্রম চলমান আছে। ঠিকাদার কর্তৃক মালামাল সরবরাহ খুব শিঘ্রই সম্পন্ন হবে। বিল পরিশোধ করলে আর্থিক অগ্রগতি বৃদ্ধি পাবে। আশা করা যায়, মার্চ মাসের মধ্যে সন্তোষজনক আর্থিক অগ্রগতি বৃদ্ধি পাবে। সিদ্ধান্ত ঃ ক) বার্ষিক (২০১৮-১৯) কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। খ) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে। গ) দরপত্রে উল্লিখিত মালামাল, কার্য ও সেবার যথাপযুক্ত মান নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	৩. বাংলাদেশের দক্ষিণ- পশ্চিমাঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প	আলোচনা ঃ আর্থিক অগ্রগতি ৩১.৮৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ৩৪%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৩২.৩৩% এবং ভৌত অগ্রগতি ৩৪%। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১টি দরপত্রের মধ্যে সভার দিন পর্যন্ত ১টি দরপত্রই আহবান ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। তিনি আরও জানান পরিকল্পনা মোতাবেক কার্যক্রম চলমান আছে, তবে মূলধন খাতে বেশীর ভাগ অর্থ বরাদ্দ থাকায় মালামাল গ্রহণপূর্বক বিল পরিশোধ করতে এপ্রিল মাস পর্যন্ত সময় লাগবে। তখন বিল পরিশোধ করতে পারলে শতভাগ আর্থিক অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হবে। আরপিএ খাতের টাকা প্রায় ১২০০.০০ লক্ষ অব্যয়িত থাকবে।	প্রকল্প পরিচালক

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
		সিদ্ধান্ত ঃ ক) বার্ষিক (২০১৮-১৯) কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। খ) আর্থিক অগ্রগতি বৃদ্ধি করতে হবে। গ) প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের কর্মকর্তাদের মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং জোরদার করতে হবে। ঘ) কৃষি যন্ত্রপাতি ও পাওয়ার থ্রেসার এলাকা উপযোগী এবং গুণগতমান সম্পন্ন হতে হবে। ঙ) ০১ জুন ২০১৯ এর মধ্যে আরপিএ খাতের অব্যয়িত টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকে সমর্পন করতে হবে। চ) এলজিইডি কর্তৃক অবকাঠামো নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	
	৪. ব্লু- গোল্ড কর্মসূচির আওতায় কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প	**আলোচনা ঃ** আর্থিক অগ্রগতি ৭৯.৮৩% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮২%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৮০.৭৩% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮২%। **সিদ্ধান্ত ঃ** ক) বার্ষিক (২০১৮-১৯) কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। খ) প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	৫. খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	**আলোচনা ঃ** আর্থিক অগ্রগতি ৫১.৩৪ এবং ভৌত অগ্রগতি ৫৬%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৫৯.৫২% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬০%। সভায় নতুন প্রকল্প প্রণয়নের অগ্রগতি বিষয়েও আলোচনা হয়। **সিদ্ধান্ত ঃ** ক) বার্ষিক (২০১৮-১৯) কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। খ) আর্থিক অগ্রগতি বৃদ্ধি করতে হবে। গ) দ্রুত নতুন ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	৬. খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	**আলোচনা ঃ** আর্থিক অগ্রগতি ৪৪.৮৯ এবং ভৌত অগ্রগতি ৫০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৪৮.৩৩% এবং ভৌত অগ্রগতি ৫৫%। **সিদ্ধান্ত ঃ** ক) বার্ষিক (২০১৮-১৯) কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। খ) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে। গ) প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং বৃদ্ধি করতে হবে। ঘ) মালামাল ও কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	৭. সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অঙ্গ, কৃষি	**আলোচনা ঃ** আর্থিক অগ্রগতি ৮৫.৯৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্প পরিচালক জানান,	প্রকল্প

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
	উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি	নির্ধারিত সময়ে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত ঃ ক) শিঘ্রই প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রদান করতে হবে।	পরিচালক
	৮. সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প	আলোচনা ঃ আর্থিক অগ্রগতি ৬২.০৭% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬৫%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৬৩.৫৭% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬৮%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩টি দরপত্রের মধ্যে সভার দিন পর্যন্ত ৩টি দরপত্রই আহবান ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। সভায় প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যথাসময়ে বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সিদ্ধান্ত ঃ ক) বার্ষিক (২০১৮-১৯) কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। খ) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে। গ) প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং বৃদ্ধি করতে হবে। ঘ) মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ ৩১ মার্চ ২০১৯ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। ঙ) সরবরাহকৃত মালামালের গুণগতমান নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	৯. সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	আলোচনা ঃ আর্থিক অগ্রগতি ৪৬.৮৭% এবং ভৌত অগ্রগতি ৪৯%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৫৪.৩৪% এবং ভৌত অগ্রগতি ৫৬%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২টি দরপত্রের মধ্যে ২টি দরপত্রই আহবান করা হয়েছে। কার্যাদেশ শিঘ্রই প্রদান করা হবে। সিদ্ধান্ত ঃ ক) বার্ষিক (২০১৮-১৯) কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। খ) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে। গ) আহবানকৃত দরপত্রের কার্যাদেশ ফেব্রুয়ারি/২০১৯ মাসের মধ্যে প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। ঘ) প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং বৃদ্ধি করতে হবে। ঙ) সরবরাহকৃত মালামালের গুণগতমান নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	১০. বছর ব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প	আলোচনা ঃ আর্থিক অগ্রগতি ৫০.৭১% এবং ভৌত অগ্রগতি ৫২%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৫৪.৪৪% ও ভৌত অগ্রগতি ৬৫%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১২টি দরপত্রের মধ্যে সভার দিন পর্যন্ত ১২টি দরপত্রই আহবান ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। সভায় প্রস্তাবিত নতুন হর্টিকালচার সেন্টারসমূহের জমি অধিগ্রহণ ও মাটি ভরাট করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সিদ্ধান্ত ঃ ক) বার্ষিক (২০১৮-১৯) কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা এর সাথে সামঞ্জস্য	প্রকল্প পরিচালক

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
		রেখে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। খ) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে। গ) প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং বৃদ্ধি করতে হবে। ঘ) প্রস্তাবিত নতুন হর্টিকালচার সেন্টারসমূহের জন্য ভুমি হুকুম দখল কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে আগামী বর্ষা মৌসুমের আগেই মাটি ভরাট সম্পন্ন করতে হবে।	
	১১. ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট) প্রকল্প	আলোচনা ঃ আর্থিক অগ্রগতি ৩৮.০০% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬৫%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৪৪.৭১% ও ভৌত অগ্রগতি ৬৫%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৯টি দরপত্রের মধ্যে সভার দিন পর্যন্ত ৯টি দরপত্রই আহবান ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিতব্য ২৪টি বিল্ডিং এর মধ্যে ১৬টির নির্মাণ কাজ এ বছর সম্পন্ন হবে, ৮টির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার নিমিত্ত প্রকল্প কার্যক্রম আরও ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধির প্রক্রিয়া চলছে। সিদ্ধান্ত ঃ ক) বার্ষিক (২০১৮-১৯) কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। খ) প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং বৃদ্ধি করতে হবে। গ) নির্মাণ কাজসমূহের যথাযথ মনিটরিং সম্পন্ন করতঃ প্রতিবেদন পেশ করতে হবে। ঘ) প্রকল্পের সময়কাল বৃদ্ধির দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	১২) কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প	আলোচনা ঃ আর্থিক অগ্রগতি ৬৯.৩৬% এবং ভৌত অগ্রগতি ৭৫%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৬৯.৩৬% ও ভৌত অগ্রগতি ৭৫%। সিদ্ধান্ত ঃ ক) বার্ষিক (২০১৮-১৯) কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। খ) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে। গ) প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং বৃদ্ধি করতে হবে। ঘ) প্রকল্পের কার্যক্রম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না সে দিক দৃষ্টি রাখতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	১৩) সৌর শক্তি ও পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলট প্রকল্প।	আলোচনা ঃ আর্থিক অগ্রগতি ১২.৪৪% এবং ভৌত অগ্রগতি ৩৩%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ১২.৪৪% ও ভৌত অগ্রগতি ৩৩%। ৮টি দরপত্রের মধ্যে ৮টি দরপত্রই আহবান করা হয়েছে, ৬টির কার্যাদেশ প্রদান করা করা হয়েছে। সভার দিন পর্যন্ত ৭টি দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। সিদ্ধান্ত ঃ ক) বার্ষিক (২০১৮-১৯) কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা এর সাথে সামঞ্জস্য	প্রকল্প পরিচালক

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
		রেখে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। খ) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে আরও বেশী তৎপর হতে হবে। গ) ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ এর মধ্যে আহবানকৃত দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। ঘ) মাঠ পর্যায়ের কাজ সমূহ বাস্তবায়নে প্রকল্প অফিসের মনিটরিং জোরদার করতে হবে। ঙ) প্রকল্পের কার্যক্রম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না সে দিক দৃষ্টি রাখতে হবে।	
	১৪. উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	আলোচনা ঃ আর্থিক অগ্রগতি ১৭.৫১% এবং ভৌত অগ্রগতি ২২%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ২১.১০% ও ভৌত অগ্রগতি ২৫%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫৮টি দরপত্রের মধ্যে সভার দিন পর্যন্ত ৫৮টি দরপত্রই আহবান ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত ঃ ক) বার্ষিক (২০১৮-১৯) কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। খ) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে। গ) নির্মাণ কাজ সমূহের যথাযথ মনিটরিং সম্পন্ন করতঃ প্রতিবেদন পেশ করতে হবে। ঘ) প্রকল্প অফিসের কর্মকর্তাদের মাঠ পর্যায়ে নির্মাণ কাজও মনিটরিং করতে হবে। ঙ) প্রকল্পের কার্যক্রম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না সে দিক দৃষ্টি রাখতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	১৫) "ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্প	আলোচনা ঃ আর্থিক অগ্রগতি ৩৪.৯৮% এবং ভৌত অগ্রগতি ৪১%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৩৮.১৪% ও ভৌত অগ্রগতি ৪৪%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩টি দরপত্রের মধ্যে সভার দিন পর্যন্ত ৩টি দরপত্রই আহবান ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। সভায় হাওড় অঞ্চলে প্রকল্পের প্রদর্শনী বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সিদ্ধান্ত ঃ ক) বার্ষিক (২০১৮-১৯) কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। খ) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে। গ) আজমেরীগঞ্জ, নবীগঞ্জ ও বানিয়াচং উপজেলায় ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ সম্প্রসারণ করার নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। ঘ) মনিটরিং জোরদার করতে হবে। ঙ) প্রকল্পের কার্যক্রম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না সে দিক দৃষ্টি রাখতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
	১৬) বাংলাদেশে শাকসবজি ফল ও পান ফসলের পোকা-মাকড় ও রোগ-বালাই ব্যবস্থাপনায় জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প	আলোচনা ঃ অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৯.৯১% ও ভৌত অগ্রগতি ৬০%। প্রকল্পের প্রতিনিধি জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৪৮.০৬% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬৫%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫টি দরপত্রের মধ্যে সভার দিন পর্যন্ত ৫টি দরপত্রই আহবান ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত ঃ ক) বার্ষিক (২০১৮-১৯) কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। খ) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে। গ) মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে মনিটরিং জোরদার করতে হবে। ঙ) প্রকল্পের কার্যক্রম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না সে দিক দৃষ্টি রাখতে হবে।	উপ প্রকল্প পরিচালক
	১৭. কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প	আলোচনা ঃ অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭.১১% ও ভৌত অগ্রগতি ৫০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৭.৩৬% এবং ভৌত অগ্রগতি ৫০%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২০টি দরপত্রের মধ্যে সভার দিন পর্যন্ত ২০টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ১৫টি দরপত্রের কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ৫টি দরপত্রের ৩টি দরপত্র জানুয়ারি মাসে এবং ২টি দরপত্র ফেব্রুয়ারি মাসে কার্যাদেশ দেওয়া হবে। সিদ্ধান্ত ঃ ক) বার্ষিক (২০১৮-১৯) কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। খ) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে। গ) আহবানকৃত দরপত্রের কার্যাদেশ যথাসময়ে প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। ঘ) উন্নয়ন সহযোগীর সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষাকরতঃ প্রকল্পের কার্যক্রম এগিয়ে নিতে হবে। ঙ) প্রকল্পটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে অনুযায়ী অর্জন হচ্ছে কিনা সেদিক দৃষ্টি রাখতে হবে। চ) কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে এডিপি বর্হিভুত প্রকল্প ঃ		
	১. নিরাপদ উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল উৎপাদন ও সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প	আলোচনা ঃ অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৪.৮৩% ও ভৌত অগ্রগতি ৩৫%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ২৫.৫৬% এবং ভৌত অগ্রগতি ৪০%। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৩টি দরপত্রের মধ্যে সভার দিন পর্যন্ত ২টি কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত ঃ ক) বার্ষিক (২০১৮-১৯) কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
		খ) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে। গ) প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে মনিটরিং জোরদার করতে হবে। ঘ) অবশিষ্ট ১টি দরপত্রের (সেবা) কার্যাদেশ যথাশীঘ্রই ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে প্রদান করতে হবে। ঙ) প্রকল্পের কার্যক্রম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুয়ায়ী বাস্তবায়ন করতে হবে।	
	২. নগর কৃষি উৎপাদন সহায়ক (পাইলট) প্রকল্প	আলোচনা ঃ অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৯.৪২% ও ভৌত অগ্রগতি ১০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ২৫.১৩% এবং ভৌত অগ্রগতি ৩৫%। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৩টি দরপত্রের মধ্যে সভার দিন পর্যন্ত ২টি কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত ঃ ক) বার্ষিক (২০১৮-১৯) কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। খ) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে। গ) প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে মনিটরিং জোরদার করতে হবে। ঘ) প্রকল্পের কার্যক্রম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুয়ায়ী বাস্তবায়ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	৩. বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চল কৃষি উন্নয়ন	আলোচনা ঃ অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৪.১৭% ও ভৌত অগ্রগতি ৪৭%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৫৯.৭৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬০%। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ২টি দরপত্রের মধ্যে সভার দিন পর্যন্ত ২টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন কাজ চলছে। সিদ্ধান্ত ঃ ক) বার্ষিক (২০১৮-১৯) কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। খ) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে। গ) প্রকল্পর কার্যক্রম বাস্তবায়নে মনিটরিং জোরদার করতে হবে। ঘ) আহবানকৃত দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	৪. গোপালগঞ্জ, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষিরা ও পিরোজপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প	আলোচনা ঃ অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৩.৯০% ও ভৌত অগ্রগতি ৩২%। প্রকল্প পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ২৬.১০% এবং ভৌত অগ্রগতি ৩৫%। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৩টি দরপত্রের মধ্যে সভার দিন পর্যন্ত ২টি কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত ঃ ক) বার্ষিক (২০১৮-১৯) কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। খ) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে। গ) প্রকল্পর কার্যক্রম বাস্তবায়নে মনিটরিং জোরদার করতে হবে। ঙ) প্রকল্পের কার্যক্রম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুয়ায়ী বাস্তবায়ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
	৫. পরিবেশ বান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প	আলোচনা ঃ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কোন অর্থ ছাড় হয়নি। সিদ্ধান্ত ঃ ক) বার্ষিক (২০১৮-১৯) কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। খ) অর্থ ছাড়ের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। গ) প্রকল্পের কার্যক্রম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুয়ায়ী বাস্তবায়ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	৬. বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, ঝালকাঠী, বরগুনা, মাদারীপুর ও শরিয়তপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প	আলোচনা ঃ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কোন অর্থ ছাড় হয়নি। সিদ্ধান্ত ঃ ক) বার্ষিক (২০১৮-১৯) কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। খ) অর্থ ছাড়ের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। গ) প্রকল্পের কার্যক্রম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুয়ায়ী বাস্তবায়ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	৭. নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষীপুর, চট্টগ্রাম ও চাঁদপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প	আলোচনা ঃ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কোন অর্থ ছাড় হয়নি। সিদ্ধান্ত ঃ ক) বার্ষিক (২০১৮-১৯) কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। খ) অর্থ ছাড়ের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। গ) প্রকল্পের কার্যক্রম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুয়ায়ী বাস্তবায়ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	৮. রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প	আলোচনা ঃ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কোন অর্থ ছাড় হয়নি। সিদ্ধান্ত ঃ ক) বার্ষিক (২০১৮-১৯) কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। খ) অর্থ ছাড়ের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। গ) উন্নয়ন সহযোগির (আইডিবি) সাথে যথাযথ সমন্বয় সাধন করতে হবে। ঘ) প্রকল্পের কার্যক্রম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুয়ায়ী বাস্তবায়ন করতে হবে।	
	৯. স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভ প্রজেক্ট (এসএসিপি)	আলোচনা ঃ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কোন অর্থ ছাড় হয়নি। সিদ্ধান্ত ঃ ক) বার্ষিক (২০১৮-১৯) কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। খ) অর্থ ছাড়ের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। গ) প্রকল্পের কার্যক্রম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুয়ায়ী বাস্তবায়ন করতে হবে।	
	১০. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ	আলোচনা ঃ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কোন অর্থ ছাড় হয়নি। সিদ্ধান্ত ঃ	

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
	প্রকল্প	ক) অর্থ ছাড়ের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। খ) প্রকল্পের কার্যক্রম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুয়ায়ী বাস্তবায়ন করতে হবে।	
	খ) কর্মসূচি		
	১. উপকূলীয় এলাকায় খাটো জাতের নারিকেল সম্প্রসারণ কর্মসূচি	আলোচনা ঃ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% ও ভৌত অগ্রগতি ১০০%। কর্মসূচিটি ৩১ ডিসেম্বর/১৮ সমাপ্ত হয়েছে। সিদ্ধান্ত ঃ ক) যথাসময়ে পিসিআর সম্পাদনের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক
	২. "পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান ফল বাগানসমূহ পরিচর্যার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে আর্থ সামাজিক সমৃদ্ধি আনায়ন কর্মসূচি"।	আলোচনা ঃ কর্মসূচি প্রতিনিধি জানান, সভার দিন পর্যন্ত কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি ৪৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ৫৫%। সিদ্ধান্ত ঃ ক) মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত কার্যক্রম সমূহের মনিটরিং আরও জোড়দার করতে হবে। খ) কৃষক প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী কৃষকসহ উপকারভোগী কৃষকদের ডাটা বেজ তৈরি করতে হবে। গ) প্রদর্শনীসমূহ বাস্তবায়নে আরও গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। ঘ) প্রকল্পের কার্যক্রম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুয়ায়ী বাস্তবায়ন করতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক
	৩. "পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মিশ্র ফলবাগান স্থাপনের মাধ্যমে কৃষকের পুষ্টির চাহিদাপূরণ ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি"।	আলোচনা ঃ কর্মসূচি পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি ৩৭% এবং ভৌত অগ্রগতি ৪৫%। সিদ্ধান্ত ঃ ক) মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত কার্যক্রম সমূহের মনিটরিং আরও জোড়দার করতে হবে। খ) কৃষক প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী কৃষকসহ উপকারভোগী কৃষকদের ডাটা বেজ তৈরি করতে হবে। গ) প্রদর্শনীসমূহ বাস্তবায়নে আরও গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। ঘ) প্রকল্পের কার্যক্রম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুয়ায়ী বাস্তবায়ন করতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক
	৪. "কুড়িগ্রাম, শেরপুর ও জামালপুর জেলার চর অঞ্চলে ভূট্টা, মিষ্টিকুমড়া ও বাদাম চাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচি"।	আলোচনা ঃ অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭৫% ও ভৌত অগ্রগতি ৭৫%। কর্মসূচি পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি ৭৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ৭৫%। সিদ্ধান্ত ঃ ক) মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত কার্যক্রম সমূহের মনিটরিং আরও জোড়দার করতে হবে। খ) কৃষক প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী কৃষকসহ উপকারভোগী কৃষকদের ডাটা বেজ তৈরি করতে হবে। গ) প্রদর্শনীসমূহ বাস্তবায়নে আরও গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। ঘ) প্রকল্পের কার্যক্রম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুয়ায়ী বাস্তবায়ন করতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক
	৫. "মাদারীপুর হর্টিকালচার সেন্টার উন্নয়ন কর্মসূচি"।	আলোচনা ঃ অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৯.৫৭% ও ভৌত অগ্রগতি ৫৫%। কর্মসূচি পরিচালক জানান, সভায় উপস্থিত ছিলেন না।	কর্মসূচি পরিচালক

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
		সিদ্ধান্ত ঃ ক) আর্থিক অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে। খ) প্রদর্শনীসমূহ বাস্তবায়নে আরও গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। গ) প্রকল্পের কার্যক্রম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুয়ায়ী বাস্তবায়ন করতে হবে।	
	৬. "বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত চার ফসল ভিত্তিক শস্য বিন্যাস প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি"।	আলোচনা ঃ অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫০% ও ভৌত অগ্রগতি ৫০%। কর্মসূচি পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি ৫০% এবং ভৌত অগ্রগতি ৫০%। সিদ্ধান্ত ঃ ক) মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম মনিটরিং আরও জোড়দার করতে হবে। খ) কৃষক প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী সমূহের বাস্তবায়ন যথাযথভাবে করতে হবে। গ) প্রদর্শনীসমূহ বাস্তবায়নে আরও গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। ঘ) প্রকল্পের কার্যক্রম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুয়ায়ী বাস্তবায়ন করতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক
	৭. "নিরাপদ পান উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি"।	আলোচনা ঃ অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৭% ও ভৌত অগ্রগতি ৪৭%। কর্মসূচি পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি ৪৭% এবং ভৌত অগ্রগতি ৪৭%। সিদ্ধান্ত ঃ ক) গুণগতমান নিশ্চিত করে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। খ) আর্থিক অগ্রগতি বৃদ্ধি করতে হবে। গ) পান রপ্তানী বৃদ্ধির বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে। ঘ) রপ্তানীযোগ্য (যে সব এলাকায় পান উৎপন্ন হয়) পানের রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। ঙ) কৃষক প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী কৃষকসহ উপকারভোগী কৃষকদের ডাটা বেজ তৈরি করতে হবে। চ) প্রদর্শনীসমূহের বাস্তবায়ন যথাযথভাবে করতে হবে। ছ) প্রকল্পের কার্যক্রম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুয়ায়ী বাস্তবায়ন করতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক
	৮. "জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় বিলুপ্তপ্রায় ও পরিবেশবান্ধব বৃক্ষ সংরক্ষণের জন্য তাল, খেজুর, সুপারি ও নিম চাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচি"।	আলোচনা ঃ অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৮% ও ভৌত অগ্রগতি ৮৫%। কর্মসূচি পরিচালক জানান, সভার দিন পর্যন্ত কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি ৪৮% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৫%। সিদ্ধান্ত ঃ ক) গুণগতমান নিশ্চিত করে প্রদর্শণীসহ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। খ) মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং বৃদ্ধি করতে হবে। গ) কৃষক প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী কৃষকসহ উপকারভোগী কৃষকদের ডাটা বেজ তৈরি করতে হবে। ঘ) পিপিএনবি সংশোধনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। ঙ) প্রদর্শনীসমূহ বাস্তবায়নে আরও গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। চ) প্রকল্পের কার্যক্রম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুয়ায়ী বাস্তবায়ন করতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪
	বিবিধ ঃ		
		১) আলোচনা ঃ সভায় বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের গুণগত মান বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। উপস্থিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ জানান, প্রশিক্ষণের গুণগতমান নিশ্চিত করতে না পারলে ভবিষ্যতে প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম Third Party এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ডিএই'র ভিশন-মিশন ব্যহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সিদ্ধান্ত ঃ	
		ক) প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে সেন্ট্রাল, আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ের মনিটরিং জোরদার করতে হবে। খ) বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের উপকারভোগী কৃষকদের ডাটাবেইজ সংরক্ষণ করতে হবে। গ) উপকরণ বিতরণের দাপ্তরিক নথি বিধি মোতাবেক সংরক্ষণ করতে হবে। ঘ) উপজেলা ও জেলায় সকল প্রশিক্ষণে জেলা/উপজেলা কর্মকর্তাগণের পাশাপাশি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও এটিআই এর কর্মকর্তাগণকে রিসোর্স পারশন হিসেবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।	পরিচালক (সকল উইং) প্রকল্প পরিচালক (সকল)
		ঙ) প্রকল্প পরিচালকগণ ও উপপরিচালকগণ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত পত্রের কপি জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তাকে প্রদান করবেন।	উপপরিচালক (সকল)/প্রকল্প পরিচালক (সকল)
		চ) প্রশিক্ষণসহ প্রকল্পের অন্যান্য কার্যক্রমের গুনগত মান নিশ্চিতকরণের বিষয়ে আগামী মার্চ ২০১৯ এর মধ্যে সকল জেলার উপরিচালক ও জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	প্রকল্প পরিচালক (কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (৩য় পর্যায় এবং পরিবেশ বান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প

আলোচ্য সূচিতে আর কোন বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মীর নুরুল আলম)
মহাপরিচালক